পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

ব্যক্তিগত পাঠাগার
আহমদ তৌফিক চৌধুরী

# আহ্‌মদী

'মানবজাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মাদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব-সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।'
—হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)

সম্পাদক :— এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ২৯শ বর্ষ : ৯ম সংখ্যা

৩০শে ভাদ্র, ১৩৮২ বাংলা : ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৫ ইং : ৮ই রমজান : ১৩৯৫ হিঃ কাঃ

বার্ষিক চাঁদা : বাংলাদেশ ও ভারত : ১৫·০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : ১ পাউণ্ড

# সূচীপত্র

পাক্ষিক
আহ্‌মদী

২৯শ বর্ষ
৯ম সংখ্যা


| বিষয় | লেখক | পৃঃ |
|---|---|---|
| ০ সুরা কাফেরুন তরজমা ও সংক্ষিপ্ত তফসীর | মুল : হযরত খলিফাতু মসিহ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ | ১ |
| ০ হাদিস শরীফ : রোযা, এ'তেকাফ ও লাইলাতুল কদর | অনুবাদ : " " " | ৩ |
| ০ অমৃতবাণী : রোযার তাৎপর্য | হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ মোহাম্মাদ | ৪ |
| ০ জমাতের বন্ধুগণের নিকট প্রেমপূর্ণ পয়গাম | হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ মোহাম্মাদ | ৫ |
| ০ জুমার খোৎবা : | হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সালেস (আইঃ) অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার | ৬ |
| ০ হযরত হাফেয মির্যা নাসের আহ্‌মদ (আইঃ)-এর কর্মময় জীবনের এক ঝলক | মুল : এ, ওয়াহাব আদম ভাবানুবাদ : মোহাম্মদ খলিলুর রহমান | ১৫ |


## যাকাত

ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে একটি হইল যাকাত। নিযামের মাধ্যমে ইহার উসুলী ফরয। ব্যক্তিগতভাবে ইহা বিতরণ করা যায় না। প্রত্যেক জামাতের প্রেসিডেন্ট নিজ নিজ জামাতের সাহেবে-নেসাবগণের (যাহাদের উপর যাকাত ফরজ) নিকট হইতে চলতি রমযান মাসে যাকাত আদায় করিয়া কেন্দ্রীয় অফিসে প্রেরণ করিবেন। কোন স্থানে একক কোন আহ্‌মদী সাহেবে নেসাব থাকিলে, তাঁহার দেয় যাকাত সরাসরি কেন্দ্রে প্রেরণ করিবেন।

বন্ধুগণ স্মরণ রাখিবেন, জামাতে বহু দুঃস্থ ভ্রাতা-ভগ্নি আছেন, যাঁহাদের মধ্যে কেহ চাহেন এবং কেহ চাহেন না। তাঁহাদের সকলেরই খবর রাখা এবং তাঁহাদিগকে সাধ্যমত সাহায্য করা প্রয়োজন। যাকাতের টাকা কেন্দ্রে জমা হইলে, উক্ত উভয় বিধ শ্রেণীর ভ্রাতাভগ্নির খেদমত করা সম্ভব হইবে।

সুতরাং সাহেবে নেসাব ভ্রাতা-ভগ্নিগণ তাঁহাদের ফরয আদায় করিয়া নিজ ধন সম্পদকে পবিত্র করিবেন এবং দুঃস্থগণকে সাহায্য করার জামাতি ব্যবস্থাকে মজবুত করিয়া আল্লাহ্-তায়ালার অনুগ্রহ-ভাজন হইবেন। ইতি,

খাকসার
মোহাম্মাদ
আমীর, বাঃ আঃ আঃ

তারিখ ১৩/৯/৭৫

بسم الله الرحمن الرحيم — نحمده ونصلي على رسوله الكريم — وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

# আ হ ম দী

নব পর্য্যায়ের ২৯শ বর্ষ : ৯ম সংখ্যা

৩০শে ভাদ্র, ১৩৮২ বাং : ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৫ ইং : ১৫ই তবুক ১৩৫৪ হিজরী শামসী

কাফেরুন

## সুরা আল-~~বাকারাহ~~

### তরজমা ও সংক্ষিপ্ত তফ্সীর

[ হযরত মুসলেহ মওউদ খলিফাতুল মসিহ সানী ( রাঃ ) প্রণীত 'তফসীরে কবীর' হইতে সংক্ষেপিত ও অনুদিত ]

—মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ

( পূর্ব প্রকাশিতের পর—৩ )

"কুল ইহা আইহাল কাফেরুনা" ঃ

যদি প্রশ্ন করা হয় যে, হযরত নবী করীম ( সাঃ ) কে তো খোদাতায়ালা 'কুল' বা'বল' বলিয়া আদেশ দিলেন, কিন্তু প্রত্যেক কুরআন-পাঠকারী কুল বা বল' কথার দ্বারা কাহাকে বুঝাইতেছে ? ইহার উত্তর এই যে, যদি তেলওয়াতের সময় এই শব্দটিকে বাদ দেওয়া হইত, তাহা হইলে উহার অর্থ এই দাঁড়াইত যে এই আদেশ শুধুমাত্র হযরত নবী আকরাম ( সাঃ )-এর জন্য নির্দিষ্ট ছিল। কিন্তু এখন ইহাতে কেয়ামত পর্যন্ত এই আদেশ পালনের কর্তব্য প্রত্যেক উম্মতির উপরেও ন্যস্ত থাকিল।

ইয়া আইহা ( হে) শব্দ দ্বারা জোর দেওয়া বুঝায়। ইহাতে কাহাকেও শাসানো বা হেয় প্রতিপন্ন করা বুঝায় না। এই শব্দ দ্বারা কুরআন শরীফে মুমিন ও কাফির উভয় কেই সম্বোধন করা হইয়াছে ( দেখুন সুরা আহ্যাব : ৪৩ আয়াত এবং সুরা মায়েদা : ৩৫ আয়াত।

যেহেতু খোদাতায়ালার কালামে অনর্থক পুনরাবৃত্তি হইতে পারে না এবং যেহেতু ما ( মা ) শব্দের দুইটি অর্থ হইতে পারে— মৌসুলা এবং মাসদারিয়া, সেইহেতু অর্থের প্রসারতার জন্য আয়াত সমূহের মধ্যে প্রথম দুইটিতে 'মা মৌসুলা' রূপে এবং শেষ দুইটিতে 'মা মসদরিয়া' রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। উক্ত-রূপে পুনারাবৃত্তির প্রশ্ন আর থাকে না এবং

আয়াত সমূহের অর্থ এই হয়ঃ "আমি কখনও উহার এবাদত করিব না যাহার এবাদত তোমরা কর এবং তোমরাও কখনও তাঁহার এবাদত করিবে না, বা করিতে পার না, যাঁহার এবাদত আমি করি। তেমনিভাবে, আমি সেই পদ্ধতিতে এবাদত করিব না, বা করিতে পারি না যে পদ্ধতিতে তোমরা এবাদত কর এবং তোমরাও সেই পদ্ধতিতে এবাদত করিবে না বা করিতে পার না যে পদ্ধতিতে আমি এবাদত করি।"

সুরা কওসারে হযরত নবী করীম ( সাঃ )-এর সার্বিক উন্নতির কথা ঘোষণা করা হইয়াছিল এবং বলা হইয়াছিল যে, তাঁহার আধ্যাত্মিক বংশধর চিরকাল জগতে বিদ্যমান থাকিবে। আলোচ্য সুরায় "লা আ'বুদু মা" তা'বুদুন, -এর মধ্যেও উহার দিকে ইংগিত করা হইয়াছে যে, দুনিয়াতে চিরকাল তাঁহার এরূপ অনুসারীগণ মওজুদ থাকিবেন, যাঁহারা শির্‌ক হইতে পরাঙ্মুখ এবং সম্পূর্ণ মুক্ত হইবেন। সুতরাং এই আয়াতে কোন বড়ই করা হয় নাই বরং সুরা কওসারে যে খবর দেওয়া হইয়াছিল উহারই ব্যাখ্যা ও প্রকাশ মাত্র। তেমনিভাবে সুরা কওসারে "ইন্না শানেউকা হুয়াল আবতার"—আয়াতে বলা হইয়াছিল যে, হে নবী! আপনার শত্রুগণেরই পুত্র সন্তান থাকিবে না। অর্থাৎ তাহাদের সন্তানগণ মুসলমান হইয়া যাইবে! অতঃপর আলোচ্য সুরায় "ওয়ালা আনতুম আবেদুনা মা আবুদ"—আয়াতে এই কথা বলা হইয়াছে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সুরা কওসারে উল্লিখিত ভবিষ্যদ্বানী অনুযায়ী তোমাদিকে মুসলমানে পরিণত করা হইবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা দ্বীনে-ইসলাম গ্রহণ করিবে না।

সুতরাং পরবর্ত্তীকালে আরবের মুসলমান হইয়া যাওয়া "ওয়ালা আন্তুম আবেদুনা মা আবুদ" আয়াতে বর্ণিত দাবীর পরিপন্থী নয়, বরং ইহাতে পূর্ববর্তী সুরা কওসারে এবং পরবর্ত্তী সুরা নসরে উল্লিখিত দাবী সমূহের সত্যতা সাব্যস্ত হইয়াছে। উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা "এযা জায়া নাসরুল্লাহে ওয়াল ফাতহু" আয়াতের দ্বারা এই ভাবে হয় যে, অবিশ্বাসীগণ যদিও তাহাদের মধ্যে গড়ে উঠা স্বভাব অনুযায়ী শির্‌ক বা আংশীবাদিতায় কায়েম ছিল, কিন্তু যখন এলাহী মদদ ও ঐশী-সাহায্য-সমর্থনে ইসলামের সত্যতা দিবালোকের ন্যায় সুপ্রকাশিত হইয়া পড়িল, তখন অবস্থা ও পরিস্থিতি তাহাদিগকে ইসলামের দিকে ধাবিত হইতে বাধ্য করিল। ( ক্রমশঃ )

—০—০—

# হাদিস শরীফ

## রোযা, এ'তেকাফ এবং লাইলাতুল কদর

(১) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত, হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন : আল্লাহ্তায়ালা বলিয়াছেন যে, মানুষের প্রত্যেকটি কাজ তাহার নিজের জন্য, কিন্তু রোযা আমারই জন্য এবং আমি নিজেই উহার পুরস্কার স্বরূপ হইব। অর্থাৎ বান্দার রোযার বিনিময়ে তাহাকে আমি আমার দীদার (দর্শন) দান করিব। আল্লাহ্তায়ালা বলিয়াছেন : রোযা ঢাল স্বরূপ। অতঃপর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি রোযার অবস্থায় থাকে, তাহার উচিৎ, সে যেন বাজে কথা, হট্টগোল এবং খারাপ কাজ হইতে দূরে থাকে। যদি তাহাকে কেহ গালি দেয় অথবা তাহার সহিত ঝগড়া-বিবাদ করিতে উদ্যত হয় তখন সে যেন জবাব দেয় : আমি রোযার অবস্থায় আছি। কসম্ সেই সত্বার যাঁহার হাতে মোহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবন রহিয়াছে, রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহ্তায়ালার নিকট মৃগনাভী হইতেও সুগন্ধযুক্ত। রোযাদারের জন্য দুইটি আনন্দ রহিয়াছে : প্রথম, সেই সময় যখন সে রোযা ইফতার করে। দ্বিতীয়, যেদিন সে তাহার রোযার ফলে খোদার দীদার বা দর্শন লাভ করিবে। (বুখারী)

(২) আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত, হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন : যে ব্যক্তি রোযা থাকিয়া মিথ্যা কথা হইতে এবং মিথ্য (খারাপ) আমল হইতে বিরত না থাকে, আল্লাহ্তায়ালার নিকট তাহার ক্ষুধার্ত এবং তৃষ্ণার্ত থাকার কোন মুল্য নাই—অর্থাৎ তাহার রোযা রাখা বৃথা। (বুখারী)

(৩) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন : যখন রমযান মাস আসে, তখন জান্নাতের দোয়ার সমূহ খুলিয়া দেওয়া হয় ও দোযখের দোয়ার সমূহ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং শয়তানগুলিকে বেড়ি পরানো হয়। (বুখারী)

(৪) হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত : হযরত রসুল করীম (সাঃ) রমযানের শেষ দশদিন এ'তেকাফে বসিতেন। তিনি মৃত্যুকাল পর্যন্ত এইরূপ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পরে তাঁহার সহধর্মীনীগণও এ'তেকাফে বসিয়াছেন। (বুখারী)।

(৫) হযরত ইব্নে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিতঃ হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর কয়েকজন সাহাবী (রাঃ) কে লায়লাতুল কদর স্বপ্নে রমজানের শেষ সাত দিনের মধ্যে দেখান হইলে রসুল করীম (সাঃ) বলিলেন, আমি দেখিতেছি তোমাদের স্বপ্ন রমযানের শেষ সপ্তাহের উপর ঐক্যমত। অতঃপর যে ব্যক্তি লায়লাতুল কদর-এর অনুসন্ধান করিতে চায়, সে যেন উহা রমযানের শেষ সপ্তাহে অনুসন্ধান করে। (বুখারী)।

(হাদীকতুস সালেহীন পুস্তক হইতে সংকলিত ও অনুদিত)

অনুবাদ : মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ

হযরত মসিহ্ মওউদ ( আঃ )-এর

# অমৃত বানী

## রোযার তাৎপর্য

আমি পূর্বে নামাযের কথা বলিয়াছি। ইহার পর রোযার এবাদত। দুঃখের বিষয় বর্তমান যুগে অনেক নামধারী মুসলমান এমনও আছে, যাহারা এবাদত সমুহের মধ্যে সংশোধণী আনিতে চায়, তাহারা অন্ধ এবং তাহারা খোদাতায়ালার প্রজ্ঞা সম্বন্ধে অবহিত নহে। আত্ম-শুদ্ধির জন্য এই ইবাদত অপরিহার্য। এই সকল লোক যে, জগতে প্রবেশ করে নাই, উহার ব্যবস্থাবলীতে বেহুদা দখল দেয় এবং যে-দেশ তাহারা পরিভ্রমন করে নাই, উহার সংশোধণ কল্পে ঝুটা প্রস্তাব দেয়। তাহাদের জীবন দুনিয়ার বিপাকে কাটে। ধর্ম-বিষয় সম্বন্ধে তাহারা কোন খবর রাখেনা। কম খাওয়া এবং ক্ষুধা বরদাস্ত করাও আত্ম-শুদ্ধির জন্য জরুরী। ইহার দ্বারা কাশ্‌ফী শক্তি বাড়ে। মানুষ শুধু রুটির দ্বারাই জীবিত থাকে না। চিরস্থায়ী জীবনের চিন্তা সম্পূর্ণ-রূপে ছাড়িয়া দেওয়া, নিজের উপর আল্লাহ্‌র কহর নাজেল করার সমান। কিন্তু রোজা-দারের খেয়াল রাখা দরকার যে, রোজার উদ্দেশ্য শুধু ইহা নহে যে, মানুষ ক্ষুধার্ত থাকিবে। বরং খোদারই যিক্‌রে খুব বেশী মশগুল থাকিতে হইবে। আঁ-হবরত ( সাঃ ) রমযান শরীফে বহু ইবাদত করিতেন। এই দিনগুলিতে পানাহারের খেয়াল হইতে মুক্ত হইয়া এবং ইহাদের প্রয়োজনীয়তাকে বাতিল করিয়া, আল্লাহ্‌র সহিত সংযোগ স্থাপন করা কর্তব্য। সেই ব্যক্তি হতভাগ্য যে, জড় রুটি পাইয়াছে কিন্তু রুহানী রুটির কোনই পরওয়া করে না। জড় খাদ্যের দ্বারা যেরূপ দেহ শক্তি লাভ করে, তেমনি রুহানী খাদ্য রুহ্‌কে কায়েম রাখে এবং ইহার দ্বারা রুহানী শক্তি সতেজ হয়। খোদার নিকট হইতে ফায়েয ভিক্ষা কর, যেহেতু সকল দরজা তাহারই দ্বারা খোলে। ( ১৯০৫ জলসা সালানার বক্তৃতা হইতে উদ্ধৃত )।

অনুবাদ—মৌঃ মোহাম্মাদ

# জামাতের বন্ধুগণের নিকট খালিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ)-এর প্রেমপূর্ণ পয়গাম

## পারস্পরিক ভালবাসা এবং ঐক্যের সহিত বাস করুন, আমার স্বাস্থ্যের জন্য, জামাতের জন্য এবং স্বদেশের জন্য দোওয়া করিতে থাকুন।

হে প্রিয় ভ্রাতা-ভগ্নিগণ,

আচ্ছলামু আলায় কুম
ওয়রাহমাতুল্লাহ ওয়াবারাকাতুহু ।

গত কয়েক মাস যাবৎ খাকসার অসুস্থ রহিয়াছে। যদিও আল্লাহ্ তায়ালার ফজলে বর্তমানে অনেকটা আরাম বোধ করিতেছি, তথাপি পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ হইতেছেনা। ডাক্তারী পরামর্শ, পাকিস্তান জামাতের বুজুর্গানের পরামর্শ ও পাকিস্তানের বাহিরের বন্ধুগণের ইচ্ছা এই যে, আমি বাহিরে যাইয়া রোগ নির্ণয় ও উহার চিকিৎসা করি।

সেইজন্য দোওয়া ও ইস্তেখারার পর আমি পাকিস্তানের বাহিরে যাইতেছি। সব বন্ধু দোওয়া করুন, যেন আল্লাহ্তায়ালার ফজল ও করমে রোগ নির্ণয় ও উহার চিকিসার সময় অল্পকাল স্থায়ী হয় এবং আমি দ্রুত স্বাস্থ্য লাভ করিয়া ফিরিয়া আসি।

আমাদের রব্বে করিম আমার স্কন্ধে যে জিম্মাদারী ন্যস্ত করিয়াছেন এবং সেই ফারায়েজ পালনে যে শুভ সংবাদ দিয়াছেন, উহা তালস্বরে বলিতেছে যে, আমরা যেন পূর্ণ অনুগত্য, ও কুরবানীর পূর্ণ উদ্দীপনার সহিত সমস্ত শর্ত পালন সহ নেক আমলের সকল অঙ্গকে সুন্দর বানাই এবং অল্লাহ্তায়ালার কামেল এতায়াতের, নমুনা আভ্যন্তরিণ একতা এবং মানবতার জন্য কামেল সহানুভূতি এবং হিতাকঙ্খার সহিত দুনিয়ার সামনে পেশ করি। হযরত খাতামাল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর আদর্শের ছাঁচে আমাদের জিন্দেগীকে ঢালি। স্মরণ রাখিও, আমরা কাহারও শত্রু নই, সকলের জন্য আমরা দোওয়া করি। রব্বে করিমের নিকট আমরা সকলের জন্য মঙ্গল কামনা করি এবং পূর্ণ ভরসা রাখি যে, আমাদের প্রিয় খোদা দুনিয়ার নাজাতে জন্য উপাদান সৃষ্টি করিয়া দিবেন এবং মানবজাতি তাঁহার পদতলে একত্রিত হইয়া যাইবে এবং সকলে এক জাতিতে পরিণত হইবে এবং প্রত্যেকের অন্তরে মোহাম্মদ (সাঃ)-এর ভালবাসা উদ্বেল হইয়া উঠিবে।

সুতরাং আপোসের মধ্যে ভালবাসা ও একতার সহিত বাস করুন এবং মানবতার জন্য দোওয়া করুন, যেন আল্লাহ্ তায়ালা তাহাদের দুঃখকে সত্যিকার সুখে পরিবর্তিত করিয়া দেন।

আমার ও জামাতের জন্য দোয়া করার সময় প্রিয় স্বদেশের জন্য দোওয়া করিবেন যেন উহার মঙ্গল, স্থায়িত্ব ও উন্নতির উপাদান সৃষ্টি হয়। আল্লাহ্ তায়ালা আপনাদের সঙ্গি হউন। তাঁহার রহমতের ছায়া ও সন্তুষ্টির জান্নাতের মধ্যে আপনারা এবং আমিও, আমাদের দিনগুলি কাটাইতে পারি। আমিন

আপনাদের জন্য সর্বক্ষণ দোয়াকারী
আপনাদের ইমাম, খাকসার—

মির্যা নাসের আহ্মদ
খালীফাতুল মসিহ সালেস

# জুমার খোৎবা

## হযরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ)

(২০ শে সেপ্টেম্বর ১৯৭৪, রাবওয়ার মসজিদে আকসায় প্রদত্ত)

"পরীক্ষার সময় মুমেনের মধ্যে দুর্বলতার সৃষ্টি হয় না। সে ঈমানে আরো তরক্কী করে। যদি তোমরা সবুর, ইস্তেকামত ও ধৈর্য্য সহ তোমাদের ঈমানে কায়েম থাক, তবে তোমাদের জীবনের সব দিকেই বরকত, অশিস ও মঙ্গল সম্পর্কে খোদাতায়ালার ওয়াদা পূর্ণ হওয়া সুনিশ্চিত। খোদার সন্তুষ্টি ও প্রেমের খাতিরে বিপদ আপদ সহ্য কর এবং মুহাম্মদী আদর্শ মুতাবেক জীবন যাপন কর। বিশ্বস্ততার আঁচল ছাড়িবে না। খোদা তাঁহার মহব্বতের আঁচল সর্বদা তোমাদের উপর স্থির রাখিবেন এবং তোমাদের উপর তাঁহার বরকত সমূহ নাজিল করিবেন।"

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আল্লাহতায়ালা বলেন: আমি সেই সবুর-কারীকে ভালবাসি, যাহাকে আমার পথে দুঃখ দেওয়া হয়। তাহাতে অবসাদ বা দৌর্বল্য না ঘটিয়া বরং পূর্বাপেক্ষাও অধিক প্রফুল্লতা, মনোযোগীতা ও আগ্রহ-উদ্দীপনার সহিত (যেমন, পূর্বে আমি বলিয়াছি, রমজানের ইবাদতগুলির ফলে মানুষের এই রূহানী অবস্থা হয়) আমার বান্দা আমার দিকে অগ্রসর হয় এবং সে যতই তেজ, তেজস্বীতায় ও আবেগে আমার দিকে অগ্রসর হয়, তদপেক্ষা অধি-কতর তেজে আমি তাহার দিকে অগ্রসর হইতে থাকি। ইহা তাহার পুরস্কার। এই আয়াতে সবুরের অন্য এই অর্থ করা হইয়াছে যে, 'বিরুদ্ধাচারী মুখালিফের সম্মুখে নতি স্বীকার করিবে না। বরং গয়েরুল্লাহ বা অ-খোদার সম্মুখে নতি স্বীকার করা তৌহীদ হইতে দূরত্বের নামান্তর। কারণ, যে খাঁটী তৌহীদের উপর কায়েম হয়, সে অ-খোদাকে মৃত কীট বৎও মনে করে না। এবং প্রকৃত বিষয় তাহাই। আপনারাও ভাবিয়া দেখুন, চিন্তাও করুন! যে পবিত্র সত্তা অর্থাৎ আমাদের আল্লাহতায়ালা এত বিশাল 'আলামীন' (Universe) সৃষ্টি করিয়াছেন, উহা মস্তিষ্ক বা চিন্তায় আসে না। [একটি সুদীর্ঘ বিষয়কে সংক্ষেপে একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছি—] অগণিত অসংখ্য সৌর-জগৎ দ্বারা একটি গোষ্ঠী তৈরী হয়। এই গোষ্ঠী আলামীন বা জগতের

একটি ইউনিট বা অংশ মাত্র। উহার একটা নিজ অস্তিত্ব আছে। ইংরেজীতে উহাকে 'গ্যালেকসী' ( galaxy ) বলা হয়। এই গ্যালেকসী শুধু উহার ব্যাপকত্ব নিয়া স্থির ও সীমাবদ্ধ নয় বরং যখন হইতে গ্যাল্যাকসি সমূহ সৃষ্টি হইয়াছে এবং যে গ্যালেকসীই সৃষ্টি হয়, উহা এক নির্ধারিত ও অজ্ঞাত দিকে ধাবমান। এত প্রশস্ত, এত ব্যাপক। গ্যালেক্সী সম্বন্ধে নক্ষত্র তত্ত্ববিদগণ বলেন যে, তাঁহারা ঐ সব সৌর জগৎ গণনাই করিতে পারেন না, যদ্বারা একটি গ্যালাকসী বা গোষ্ঠী তৈরী হয়। অন্য কথায়, অগণিত সৌর জগৎ মিলিত হইয়া একটা 'গোষ্ঠী' তৈরী হয়। মনে করুন, একটি সৌর জগৎ একটি পরিবার। আবার এক গোষ্ঠী তৈরী হয় যাহার মধ্যে অসংখ্য সৌরজগৎ থাকে। এই সমগ্র জিনিস নিয়া একটি অস্তিত্ব। ইহাদের প্রত্যেকই আবার স্ব স্ব আপেক্ষিক ও পারস্পরিক সম্পর্ক রক্ষা পূর্বক একদিকে চলিয়া যাইতেছে। দৃষ্টান্ত স্থলে, আমাদের সূর্য ও এই সৌর জগতের নক্ষত্র সমূহ স্ব স্ব কক্ষে এক বিশেষ নিয়মে, এক বিশেষ গতিতে চলিতেছে এবং সূর্যের চারিপার্শ্বেও তাহাদের গতি রহিয়াছে, যাহা এক বিশেষ ব্যবধানে চলিতেছে, তাহাও স্ব স্থানে ঠিক রহিয়াছে। ব্যাপকত্বের দিক হইতে এক সৌর জগতের অন্য সৌর জগতের সহিত সম্পর্ক আছে। এই অগণিত আপেক্ষিক সম্পর্ক আল্লাহ্তায়ালা এই গোষ্ঠী সমূহের পরস্পর পরস্পরের মধ্যে রাখিয়াছেন এবং বিজ্ঞানবিদগণ বলেন যে, এই যে গ্যালেকসী, যাহার মধ্যে অগণিত, অসংখ্য সৌর জগৎ আছে, ঐ সকল গোষ্ঠীর সংখ্যাও অগণিত। চিন্তা করিলে আপনাদের মাথা ঘুরিবে। আমরা এই ব্যাপকত্বের কথা কল্পনাও করিতে পারি না। তারপর শুধু এই নয়, বরং এই অসংখ্য সৌর জগতের অসংখ্য গোষ্ঠীর গতি পারস্পরিক সমান্তরাল ( Parallel ) নহে। বরং প্রতিমুহূর্ত ইহাদের পারস্পরিক দূরত্ব বৃদ্ধি পাইতেছে। এই অসংখ্য অগণিত নক্ষত্র গোষ্ঠীর মধ্যকার ব্যবধান সর্বক্ষণ বৃদ্ধি পাইতেছে। সুতরাং, যে মহাশূন্যে এই সকল অসংখ্য গ্যালেকক্সী আছে, উহার ব্যপকতার কল্পনা করে কে? এই ব্যপকত্ব বৃদ্ধি হইতে থাকিয়া এক সময় এত হইয়া পড়ে যে, উহার মধ্যে অসংখ্য অগণিত পরিবারের সমূহের গ্যালাকসীর সংস্থান হয়। এজন্য বিজ্ঞানীদের অর্ধেকের ধারণা : তখন খোদাতায়ালা 'কুন' ( হও ) বলেন এবং সহসা অসংখ্য অগণিত পরিবার সমূহের এক গোষ্ঠী সেখানে সৃষ্টি হয়। যেহেতু এই গতি এরূপ যে, ইহাদের পারস্পরিক দূরত্ব সর্বক্ষণ বৃদ্ধি পাইতেছে, তজ্জন্য বলা যায় যে, প্রতিমুহূর্ত এই অসংখ্য গ্যালেকসীর মধ্যে আরো অসংখ্য গ্যালেকসী সৃষ্টি হইতেছে। ইহাদের কোনো শেষ নাই।

সুতরাং খোদাতায়ালার খালেকিয়ৎ বা সৃষ্টি বাচক গুণের এত ব্যপকতা! ইত্যাবস্থায় খোদাতায়ালাকে আমাদের বুদ্ধি আয়ত্ত করিতেই পারে না। যখন আমরা সেই মহা-মহিমন্বিত সত্তার উপর সম্পূর্ণ তাওয়াক্কুল (নির্ভর) পূর্বক আমাদের জীবনকে তদনুযায়ী গড়িয়া নেই, তখন আবার অন্য কাহারো সম্মুখে নতি ও মিনতির সহিত আমরা কিরূপে ঝুঁকিতে পারি? বস্তুতঃ, এই হইল সবুর, যাহার ফলে আল্লাহ্-তায়ালার পেয়ার লাভ হয়।

সবুর সম্বন্ধে অনেক আয়াত আছে। ঐ গুলির উপর অনেক খুৎবা দেওয়া যায়। অনেক, অনেক ডজন। কিন্তু আমি এক আহমদীর জীবনের মূল তত্ত্ব আপনাদের বোধগম্য করাইবার জন্য দৃষ্টান্ত দিতেছি। আহ্মদী সবুর করে। কারণ সে বলে আমাকে আল্লাহ্ তায়ালার পেয়ার লাভ করিতে হইবে এবং আল্লাহ্তায়ালা বলেন: যে সবুর করিবে, সে আমার প্রেম লাভ করিবে। অন্যত্র সুরাহ্ বাকারায় আল্লাহ্তায়ালা বলেন: "ইয়া আইয়ুহাল্লাজীনা আমানুস্তায়ীনু বিস্ সাব্রে ওয়াস্ সালাতে, ইন্নাল্লাহা মায়াস্ সাবেরীন।" পূর্বে আমি যে আয়াত পেশ করিয়াছি, উহার অর্থ ছিল: আল্লাহ্তায়ালা সবুরকারীদিগকে ভালবাসেন এবং এখানে বলা হইয়াছে: সবুরকারীদের সঙ্গে আল্লাহ্-তায়ালার উত্তম সম্বন্ধ। "ইন্নাল্লাহা মায়াস সাবেরীন"-এর মধ্যে পূর্ব বর্ণিত ধারণা অপেক্ষাও বড় এক ধারণা পেশ করা হইয়াছে। সবুরের যে গুণ মুমেন বান্দাকে তাহার মধ্যে সৃষ্টি করিতে বলিয়াছেন তদ্বারা আরো এক বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিতে বলা হইয়াছে। অন্য কথায় আজীবন রূহানী প্রচেষ্টাকে সবুর ও সালাত দুই জিনিসের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে। সালাত অর্থ দোয়া। আল্লাহ্ বলেন: যদি তোমরা সবুর ও দোয়া দ্বারা আমর সাহায্য চাহ, তবে আমি সর্বক্ষণ তোমাদের সঙ্গে থাকিব? এক তো ইহাতে আমরা এই সন্ধান পাই যে, শুধু দোওয়া (তদ্বীর ছাড়া) সম্পূর্ণ বৃথা। কারণ, ইহা বলা হয় নাই যে, সে শুধু সালাত দ্বারা, শুধু দোয়া করিয়া তাহার জীবনে সফল হইবে। বরং ইহা বলা হইয়াছে: যে ব্যক্তি দোয়াও করে এবং সবুরও করে, সেই কৃতকার্য হইবে। ইতিপূর্বে সবুরের যে অর্থ করিয়াছি, তাহা হইল: পৃথিবীর কোনো শক্তি তাহার রূহানী ক্রিয়ায় দুর্বলতা সৃষ্টি করিতে পারে না। যখন মানুষকে পরীক্ষা করা হয়, তখন তাহার তদ্বীর (চেষ্টা-চরিত) দুর্বল হওয়ার পরিবর্তে অধিকতর শক্তিশালী হয়। তদনুযায়ী এখানে এই অর্থ হইবে: 'যে দোয়া ও তদ্বীর—সেই তদ্বীর যাহা সঠিক অর্থে এবং ঐ সকল পথে হয়, যাহা আল্লাহ্তায়ালার রিজা বা সন্তুষ্টির

দিকে লইয়া যায়, যদ্বারা আল্লাহ্তা-য়ালার প্রেম মানুষ লাভ করে, ঐরূপ তদ্বীর ও দোয়া — আল্লাহ্তায়ালার কামেল مع—معیت ( সঙ্গ, সহচার্য ), যাহা মানুষের দৈহিক ও আধ্যাত্মিব জীবনের জন্য আবশ্যক, সেই মায়িইয়াৎ বা সঙ্গও সংসর্গ তাহার সহজ প্রাপ্য ও সহজ লভ্য হয় এবং যখন "ইন্নাল্লাহা মায়াস্ সাবেরীন" -এর অর্থ সুরাহ্ বাকারাতে অন্যত্র বলা হইয়াছে যে, বিপদ ও পরীক্ষার সময়ে "ইন্না লিল্লাহে ও ইন্না ইলাইহে রাজেউন" মুখে ও কার্যে আবৃত্তি করে। ইন্না লিল্লাহে অর্থ : হে খোদা, আমরা সব কিছু তোমার সপোর্দ করিয়াছি। আমরা সকলেই খোদার। 'লাহু মুল্কুস্ সামাওয়াতে ওয়াল আর্জ'—জমিন ও আসমান সবই খোদার সম্পত্তি বা স্বত্বাধিকার। ইহা ل-এর অর্থভূক্ত। মানুষকে খোদা কিছু সামান্য এখতিয়ার দিয়াছেন। মানুষ বলে : "ইন্না লিল্লাহে"—আমরা সকলেই সার্বেত: ভাবে তোমারই এবং আমরা ইহা জানি যে, এই জীবন এখানেই শেষ হওয়ার নয় এবং আমরা তোমারই দিকে প্রত্যাগমন করিব। ইহজীবনেও এই প্রত্যাগমন—অর্থাৎ, তুমি আমাদিগকে তোমার হিফাজতে রাখো এবং আমাদের আমলের ফল ভাল করো। পারত্রিক জীবনে যেন আমাদের এই অনুশোচনা করিতে না হয় যে, আমরা পৃথিবীতে যে নেক কাজ করিয়া আল্লাহ্তায়ালার জান্নাত লাভ করিয়াছি, তাহাতে ত্রুটি, গাফলতী ও শৈথিল্য এবং দুর্বলতা ঘটিল যে আয়াত- গুলিতে বিভিন্ন পরীক্ষার কথা রহিয়াছে, যেমন, "ওয়া লানাব লুওয়ান্নাকুম বেশাইয়িম মিনাল খাওফে ...... ..."—সেই সব পরীক্ষা এখন আমার বলিবার বিষয়ভ্ূত নয়। আমার বক্তব্য এই যে, প্রত্যেক পরীক্ষার সময় খোদাতায়ালার এই আহ্কাম সম্মুখে রাখিয়া আমাদের মধ্যে যেন ইন্না লিল্লাহ সম্বলিত অনুভূতি, মান-সিক ও ব্যবহারিক চেতনা জাগরুক রাখি। অর্থাৎ, আমরা যাঁহার সম্পত্তি, যাঁহার সম্পূর্ণ অধিকার ভূক্ত, আমরা তাঁহারই আশ্রয়ে আছি। তিনি আমাদিগকে পরীক্ষা করিবেন সত্য, কিন্তু আমাদিগকে নিরাশ্রয় করিবেন না। তিনি আমাদিগকে ধ্বংস করিবেন না। বরং তিনি আমাদের উন্নতির আরো দুয়ার খুলিবেন। "ইন্না লিল্লাহে ও ইন্নাইলাইহে রাজেউন।" উলায়েকা আলাইহিম্ সালাওয়াতুম্ মির্ রাব্বেহীম্ ওয়া উলায়েকা হুমুল্ মুহ্তাদূন।" "ইহারাই তাহারা, যাহাদিগকে খোদা-তায়ালা যেন অঙ্গুলী ধরিয়া তাহাদের নেক আঞ্জাম পর্যন্ত পৌছাইয়া থাকেন। তাহারা গন্তব্যে পৌছে এবং চরম সফলতা লাভ করে"। সবুরের সঙ্গে পরীক্ষার কথা থাকায় আমাদিগকে ইহাও বলা হইয়াছে যে, "ফাস্‌বের, ইন্না ওয়াদাল্লাহে হক্"

(সবুর কর, আল্লাহ্‌তায়ালার ওয়াদা নিশ্চিত সত্য)। মূলনীতি হিসাবে শিক্ষা এই: তোমরা খোদার হইবে, তোমাদের কথায় ও কাজে "ইন্না লিল্লাহে" (আমরা আল্লাহ্‌র -এ সত্য প্রতিফলিত হইবে এবং তোমাদের লক্ষ্য "ইলাইহে রাজেউনে"-এর দিকে থাকিবে— শেষ পরিণাম তো খোদাতায়ালার হাতে। এজন্য আল্লাহ্‌তায়ালা সুরাহ্ রুমে বলেন: 'যদি তোমরা ধৈর্যের সহিত তোমাদের ঈমানে কায়েম থাক, তবে আল্লাহ্‌তায়ালার যে ওয়াদা আছে, তাহা পূর্ণ হওয়া সুনিশ্চিত।' খোদাতায়ালা কুরআন করীমের দ্বারা আমাদিগকে ভরপুর ওয়াদা দিয়াছেন। উন্নতির পর উন্নতির ওয়াদা রহিয়াছে। এ যুগে তো খোদাতায়ালা উম্মতে মুহাম্মদীয়া ও এ জমানার মুমেনগণকে এত আজিমুশ্‌শান প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে, তদ্রূপ ওয়াদা শুধু নবী আক্‌রাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাহাবাগণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নতুবা পৃথিবীর ইতিহাসে মানবজাতি এত জবরদস্ত সুসংবাদ আজ পর্যন্ত পায় নাই। ('আজ' বলাতে আমি বুঝাইতেছি ইস্‌লামের পূর্বে—প্রাগ্ ইস্‌লাম)। ইস্‌লামের দুই যুগে এই সুসংবাদ বিস্তৃত। এক, নবী আক্‌রাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সময়ে যাঁহারা তাঁহার (সাঃ) নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া তখনকার সারা দুনিয়ায় ইস্‌লামকে বিজয়ী করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়, আর এক দল —"ওয়া আখারীনা মিন্‌হুম্" অনুযায়ী যাঁহাদের সম্পর্ক (আমাদের পূর্বেকার বুজুর্গগণের মতেও) মাহ্‌দী মওউদ আলাইহেস্ সালামের সহিত অর্থাৎ, জমাতে আহ্‌মদীয়ার সহিত (কারণ, আমাদের আকিদা বা বিশ্বাস অনুসারে হযরত ইমাম মাহ্‌দী আসিয়া গিয়াছেন)। তোমাদের সহিত খোদাতায়ালা আজ ওয়াদা করিয়াছেন, এত বড় সুসংবাদ দিয়াছেন যে, মানুষ এই মহাসুসংবাদ দেখা সত্বেও ইহাদের দুর্বলতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া কাঁপিয়া উঠে এবং বলে, এই দুর্বল নিঃপীড়িত জমাতের দ্বারা কি আল্লাহ্‌তায়ালার এই ওয়াদা যে, তিনি সমগ্র জগতে ইস্‌লামকে জয়যুক্ত করিবেন পূর্ণ হইবে? 'কাশ্‌ফে এবং ইল্‌হামে এই মহাসুসংবাদের পূর্ণতার দৃশ্য ও রূপ দেখানো হইয়াছে। (ইহারও আমি একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি যেমন, রাশিয়া,। রাশিয়ায় আহ্‌মদীয়া জমাত হযরত মসিহ্ মওউদ আলাইহেস্ সালামকে বালুকা কণাবৎ দেখানো হইয়াছিল। সমগ্র রাশিয়ার বালুকা কণা গণনা করিতে পারে কে? কখনও নদীর ধারে গিয়া কোনো দিন দাঁড়াইয়া পায়ের নীচে যে বালুকা-কণা আসে, তাহা গণিবার চেষ্টা কর। তাহাও তোমরা গণনা করিতে পারিবে না। ইহা তো উক্ত সুসংবাদের একটা সামান্য অংশ। এই জামানায় সারা বিশ্বে ইস্‌লামকে

জয়যুক্ত করিবার সংবাদ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে তখন দেওয়া হইয়াছিল এবং ইহাও বলা হইয়াছিল যে, কাহাদের দ্বারা এই কার্য সাধিত হইবে। সুতরাং, মহাদায়িত্ব এবং আত্ম-সংশোধনের মহা প্রয়োজন এবং খোদাতায়ালার সহিত নেহাৎ পাকা-পোক্ত সম্পর্ক কায়েম করিবার এবং কায়েম রাখার প্রয়োজন। আল্লাহ্তায়ালা আমাদের সকলকে ইহার তৌফিক দিন।

তেমনি যেখানে ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিতে বলা হইয়াছে, সেখানে ইহাও বলা হইয়াছে যে, কতক ঐসব লোকও আছে, যাহারা এই ওয়াদাগুলির উপর একিন রাখেনা।

ফাস্বের, ইন্না ওয়াদাল্লাহে হক্"।

[ সবুর কর আল্লাহ্র ওয়াদা জরুর সত্য ]

সুতরাং, সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলা হইয়াছে যে, এই প্রতিশ্রুতি সমূহের উপর যাহারা ঈমান রাখে না, তাহাদের সম্পর্কে সতর্ক থাকিবে। স্মরণ রাখিবে, তাহারা যেন তোমাদিগকে ধোঁকা দিয়া তোমাদিগকে স্থানচ্যুত না করে। সর্বদা হুশিয়ার, সতত সাবধান থাকিবে।

দ্বিতীয় জিনিস, বুনিয়াদ বা মূল ভিত্তি রূপে যাহা আল্লাহতায়ালার প্রেম আকর্ষণ করে, তৎপ্রতি এই আয়াতে ইশারা আছে:

" কুল্ ইন্ কুন্তুম্ তুহিব্বুনাল্লাহা ফাত্তাবেয়ুনী, ইউহ্বিব্কুমুল্লাহু"

'যদি তোমাদের হৃদয়ে আল্লাহ্তায়ালার প্রেম, তাঁহার মা'রেফাৎ এবং তাঁহার অনুগ্রহ লাভের পর পয়দা হইয়া থাকে, তবে ইহা মনে করিও না যে, শুধু এই প্রেম সৃষ্টি হওয়াতেই আল্লাহ্-তায়ালাও তোমাদিগকে ভালবাসিতে আরম্ভ করিবেন। তাহা হইবে না। তোমাদের হৃদয়ে সত্যিকার প্রেম থাকিলে—কুরআন বলে যে, তোমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তোমরা আল্লাহতায়ালার প্রেমও উহার ফলে লাভ করিবে, কিন্তু ইহার জন্য একটি শর্ত আছে। যেমন, আল্লাহ্ বলিয়াছেন: "কুল ইন্ কুন্তুম্ তুহিব্বুনাল্লাহা ফাত্তাবেয়ুনী।" সেই শর্ত এই যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পুরাপুরি 'ইত্তেবা' —পদাঙ্ক অনুসরণের সতত চেষ্টা করিবে। এই অনুবর্তিতা ব্যতীত শুধু তত্বজ্ঞান বা মা'রে-ফাতের ফলে কোনো হৃদয়ে আল্লাহ্তায়া-লার প্রেম সৃষ্টি হওয়ার জন্য খোদাতায়ালা প্রেম-সুলভ ব্যবহার করেন না। এই দুইয়ের-মধ্যে আছে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া-সাল্লামের অনুবর্তিতা, তাঁহার আদর্শ পালন। কথা এই যে, কোনো জিনিস বিশেষতঃ বিজ্ঞানের যে সমস্ত শাখা-প্রশাখা আছে, তাহা কর্ম এবং ব্যবহারিক জ্ঞান ছাড়া নিস্ফল। অর্থাৎ শুধু মাত্র ঐগুলির জ্ঞান থাকায় মানুষ কোনো ফল পায় না, যে পর্যন্ত না আমলও করে। ইহার

সাধারণ বোধগম্য উদাহরণ হযরত মসিহ মওউদ আলাইহেস্‌সালাম দিয়াছেন। (বাচ্চারাও বুঝিবে) যদি ডাক্তার বলেন, বাচ্চার ম্যালেরিয়া হইয়াছে, তাহাকে কুইনাইন দিন। ইহাতে বাচ্চা বলে, কুইনাইন তিক্ততা, খাইবা না।" সে যদি না খায়, তবে কি কুইনাইনের উপকার শিশু পাইবে? শুধু এই টুকু জ্ঞানের ফলে যে, কুইনাইনে ম্যালোরিয়া জ্বর ছাড়ে, সেই জ্বর ছাড়িবে না। শুধু জ্ঞানে জ্বর যায় না। জ্ঞান অনুযায়ী কাজ করিলে জ্বর নিরাময় হয়। এখন সাধারণ চাষীরাও জানে যে, গমের অনেক বীজ এমন আছে যে, ঐগুলির জন্য অধিক পরিমাণে কৃত্রিম সারের প্রয়োজন এবং কৃত্রিম সার অধিক পানি চায়। যদি মানুষ গমের বীজ বুনে এবং অভিজ্ঞতা দ্বারা যাহা জানা গিয়াছে যে, এই পরিমাণ সার চাই—এইটুকু তাহার জানা থাকে, কিন্তু সেমতে কাজ না করে, তবে কি আশানুরূপ ফল ফলিবে? মানুষের জ্ঞান নিয়ত অপূর্ণ, নতুন নতুন গবেষণা ও পরীক্ষা হইতে থাকে এবং নতুন জ্ঞান মানুষকে বলিয়া দেয় যে, পূর্বেকার জ্ঞান ত্রুটিপূর্ণ ছিল, যাহা নিয়া তুমি গর্ব করিতে এবং প্রফুল্ল ছিলে, কিন্তু এখন বিশেষজ্ঞগণ বলেন যে নতুন বীজের জন্য এক এবং দুই -এর অনুপাতে সারের প্রয়োজন। অর্থাৎ, তিনের মধ্যে এক ভাগ ফসফরাস এবং দুই ভাগ ইউরিয়ার অনুপাতের প্রয়োজন। যদি এক ব্যাগ ফসফরাস দেওয়া হয়, তবে দুই ব্যাগ ইউরিয়া বা এক শত পাউণ্ড ফসফরাস দিলে দুইশত ইউরিয়া চাই। যদি এমন কোন বীজ কেহ বপন করে এবং উহা সঠিক পরিমাণ সার ও সময় মতো পানি পাইতে থাকে, তবে পঞ্চাশ মন বা ষাট মন এক একরে গম উৎপন্ন হইবে। যদি বীজ তো বপন করিল, কিন্তু সার দেওয়ার সময় উপস্থিত হইলে চিন্তা করিতে লাগিল: টাকা কিভাবে খরচ করিব? ঠিক আছে, আল্লাহ্‌ই মালিক তবে কোন কাজ হইবে না।

সুতরাং খোদার বিধান ও কানুন বলেঃ তোমরা তাঁহার কানুনের যে জ্ঞান লাভ করিয়াছ, তদনুযায়ী যদি কর্মে প্রবৃত্ত না হও, তবে সেই ফল ফলিবে না, যাহা তোমরা আশা কর বা তেমাদের সঙ্গে যাহা ওয়াদা করা হইয়াছে। কৃষি বিভাগ পরামর্শ দেন যে, এত সার দিবেন; যদি অপনারা সেই পরিমাণ সার দেন, কিন্তু সেচন বিভাগ আপনাদিগকে সময় মত পানি সরবরাহ না করে—যেমন, অনেক আহমদী আমার নিকট এই আপত্তি জানান যে, আমাদিগকে সময়মতো পানি দেওয়া হয় নাই এবং টানেল বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে বা মাঝে এমন আরও কোনো বাধা উপস্থিত হয়, তবে জলাভাবে শুষ্কতার দরুণ গম জ্বলিয়া যাওয়ার অধিক সম্ভাবনা। বস্তুতঃ ষাট মন গম উৎপন্ন হয়ার সম্ভাবনার আশা কম।

## জ্ঞান, তত্ব-জ্ঞান ঃ

আমি আপনাদিগকে এই দুইটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বোধগম্য করাইতে চাহিতেছি যে, শুধু জ্ঞান ও তত্ব জ্ঞান ( এলম ও মা'রেফাত ) লাভে ফল হয় না। তজ্জন্য তদনুযায়ী কাজ চাই। সুতরাং মা'রেফাত বা তত্ব-জ্ঞানও একটা জ্ঞান মাত্র। ইহা দ্বারা মানুষ আল্লাহ্তায়ালার ঐ মর্যাদা ও শান যাহা, কুরআন করীম আমাদিগকে অবহিত করিয়াছে এবং তাঁহার আজমত জালাল ও মহিমা এবং তৌহিদের পরিচয় ও মা'রেফাত যখন মানুষ লাভ করে, তখন প্রকৃত পক্ষে তাহার মধ্যে এক প্রেরণা ও আগ্রহের সৃষ্টি হয়। খোদাতায়ালার প্রকৃত মা'রেফাত সর্বাবস্থায় কর্মে প্রবৃত্ত করে। কারণ দূরত্ব তখন অসহ্য হইয়া পড়ে। কিন্তু আমরা এই সম্ভাবনার দৃষ্টান্ত দিতেছি যে, যদি মা'রেফাত থাকে কিন্তু আমল না থাকে, আল্লাহ্র নিকটবর্তী হওয়ার প্রয়াস না থাকে, আল্লাহতায়ালার রিযা বা সন্তুষ্টি লাভের জন্য আমলে সালেহের প্রতি লক্ষ্য না থাকে, যেখান হইতে আমরা এই কর্ম ও আমল সম্বন্ধে এলেম ( জ্ঞান ) লাভ করিতেছি, অর্থাৎ কুরআন করীম—উহা যদি আমরা না পড়ি, উহা নিয়া আমরা চিন্তা না করি, কুরআন করীমের জ্ঞানানুযায়ী কোনো নমুনা (আদর্শ) আমাদের সম্মুখে যদি না থাকে এবং সেই মহান আদর্শকে আমরা ভুলিয়া যাই, দেখিয়া না দেখি, তাহা উপেক্ষা করি—হযরত নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সমগ্র পৃথিবীর জন্য এবং ঐ সব লোকের জন্য, যাহারা খোদাতায়ালার পেয়ার হাসিল করিতে চায়, এক অনুপম ও সর্বোত্তম আদর্শ, যেমন, আল্লাহ্ বলেন : 'লাকাদ্ কানা লাকুম্ ফিরাসুলিল্লাহে উস্ওয়াতুন্ হাসানাতুন লি-মান্ কানা ইয়ারজুল্লাহা ওয়াল ইয়াওমাল আখেরে"—খোদাকে যে চায় এবং তাঁহার প্রেম পওয়ার আশা যে করে, তাহার জন্য শুধু মা'রেফাতের ফলে হৃদয়ে প্রেম সঞ্চার যথেষ্ট নহে—বস্তুতঃ তাহা তো প্রেমই নয়, যাহা আমল বা কর্মের দিকে মানুষকে প্রণোদিত করে না। কুরআন করীম বলেঃ ইন্ কুনতুম্ তুহিব্বুনাল্লাহা"—যদি স্রষ্টার পরিচিতি তোমরা লাভ করিয়া থাক এবং খোদাতায়ালার মা'রেফাতের পর তোমাদের হৃদয়ে তাঁহার পেয়ার পয়দা হইয়া থাকে, তবুও তোমরা তাঁহার পেয়ার প্রাপ্ত হইবে না, যতক্ষণ তোমরা "ইত্তাবেয়ুনী ইউহ্বেব্ কুমুল্লাহ্" অনুযায়ী 'আমার' অর্থাৎ, মুহাম্মদ (সাঃ আঃ)-এর পূর্ণ অনুগামিতা করিবে না।" এই ঘোষণা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম দ্বারা করান হইয়াছে : 'আমাকে তোমাদের জন্য খোদাতায়ালা আদর্শ রূপে স্থাপন করিয়াছেন। যদি তোমাদের প্রেমের ফলে খোদাতায়ালার প্রেম লাভের আশা কর, তবে আমার অনুগামীতা করিতে হইবে।

আমার পিছনে চলিতে – হইবে। নামায তেমনি আদায় করিতে হইবে, যেমন আমি করিয়াছি। রোযা সেইরূপে রাখিতে হইবে, যেমন আমি রাখিয়াছি।" ইহা সত্য যে, তাঁহার শক্তি ও যোগ্যতা সমগ্র মানব জাতির চেয়ে অধিক ছিল। 'উসওয়াহ্' ও দৃষ্টান্ত এ বিষয়ে নয় যে, তিনি সপ্তম আকাশ হইতে উর্ধ্বে গমণ করিয়া থাকিলে (এবং তাঁহার স্থান, তাঁহার মোকাম রাব্বে করীমের আরশে) প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য সপ্তম আকাশের উর্ধে উঠা। ইহা বলা হয় নাই। ইহা উস্ওয়াহ্ (আদর্শ) নয়। উসওয়াহ্ এই যে, খোদাতায়ালা এক মাত্র অস্তিত্বকেই সপ্তম আসমান উত্তীর্ণ করিয়া 'রাব্ব করীমের আরশের' পার্শ্বে স্থান দেওয়ার ছিল। সুতরাং, সেই পূরুষ (সাঃ) তাঁহার শক্তিমত্তা ও যোগ্যতার পুরাপুরি পরিপুষ্টি ও উন্নতি সাধনের পর সেখানে পৌঁছেন। যাহার যত শক্তি ও যোগ্যতা আছে স্ব স্ব যোগ্যতা, ক্ষমতাও শক্তিমত্তার গণ্ডীর মধ্যে সর্বোচ্চ যে আধ্যাত্মিক ও দৈহিক মোকাম মানুষ লাভ করিতে পারে, তাহা তাহাকে লাভ করিতে হইবে। এবং সে যে অনুবর্তিতা, করিবে, উহার ফলে তাহার ক্ষমতা ও যোগ্যতানুযায়ী সে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের অনুবর্তীতা করিবে এবং সেই যোগ্যতানুক্রমে সে খোদাতায়ালার প্রেম লাভ করিবে। ইহা আপত্তিকর বিষয় নয়। কারণ, যে পাত্রে শুধু এক সের দুধ ধরিতে পারে, উহাতে যদি দেড় সের দাও, তবে আধ সের বহিয়া পড়িয়া যাইবে এবং নষ্ট হইবে। কারণ, সেই পাত্রে এক সের অপেক্ষা অধিক সংস্থান নাই। এই অবস্থাই সকল মানুষের। মানুষের যোগ্যতার যে পাত্র, তাহা যেন দুগ্ধ ভাণ্ড, ঘৃত ভাণ্ড, আটার ভাণ্ড প্রভৃতির অনুরূপ। খোদাতায়ালা প্রত্যেক মানুষকে স্ব স্ব যোগ্যতাও শক্তিমত্তার ভাণ্ড দিয়াছেন। তাহার শেষ সীমানার আনন্দের সামগ্রী ইহাই যে, তাহার মধ্যে যাহা ধারণ করিতে পারিত, সে তাহা প্রাপ্ত হয়। শত শত পাত্রের মধ্যে যে পাত্র এক সের দুগ্ধ ধরিতে পারিত, রূপকের ভাষায়, সর্বাপেক্ষা খোশ বা সন্তুষ্টির অধিকারী ঐ পাত্র, যাহার মধ্যে এক সের দুগ্ধ পড়িয়াছে।

(ক্রমশঃ)

ভাল মিষ্টির একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মিষ্টি ঘর

৫৪, কাতালগঞ্জ পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম

ফোন—৮৬৪৯৭

# হযরত মীর্যা নাসের আহমদ (আইঃ)-এর কর্মময় জীবনের এক ঝলক

মূল ঃ এ, ওয়াহাব আদম
ভাবানুবাদ ঃ মোহাম্মদ খলিলুর রহমান

দীর্ঘ বারো বছর পর আমি যখন রাবোয়ায় ফিরে এলাম তখন আহ্‌মদীয়া আন্দোলনের হেড-কোয়ার্টার্স এবং খেলাফতের কেন্দ্রভূমি হিসাবে বাহ্যতঃ রাবোয়াকে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত স্থান বলে মনে হলো। কিন্তু যে জিনিষটার সামান্যতম পরিবর্তন হয় নাই তাহলো এই শহরটির এক মহান রুহানী পরিবেশ এবং আহমদীয়া জামাতের তৃতীয় খলিফা হযরত হাফেজ মীর্যা নাসের আহ্‌মদ (আইঃ) -এর সুযোগ্য পরিচালনাধীনে এই শহরের অধিবাসীদের মধ্যে বিশ্বব্যাপী ইসলাম-প্রচারের জন্য এক বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা।

## সাদা জিন্দেগী ও সদা- প্রফুল্লতা

হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস সব সময় খুবই সাধারণ পোষাক পরিধান করে থাকেন। কখনো তাঁকে ব্যয়বহুল পোষাক পরিধিত অবস্থায় দেখা যায় না। তিনি কোন সময় উচ্চঃস্বরে হাসেন না, যদিও তাঁর ওষ্ঠে হাসির রেখা সব সময় ফুটে রয়েছে, আর তাঁর মুখমণ্ডল এমন একটি আধ্যাত্মিক আলোকে সমুজ্জল দেখায় যে তা কোন মানুষের পক্ষে সঠিকভাবে বর্ণণা করা সম্ভব নয়।

## সমুজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব ও নম্রতা

তাঁর সরলতা এবং তৃপ্তিময় অভিব্যক্তি দেখে যাঁরা হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-কে দেখেছেন তাঁরা বলেন যে হযরত সাহেবের সংগে তাঁর প্রপিতামহ অর্থাৎ হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর যথেষ্ট মিল রয়েছে। নম্রতা হলো তার শ্রেষ্ঠতম গুন। ঘানার অন্তর্গত কুমাসী সাইন্স এণ্ড টেকনোলোজী বিশ্ববিদ্যালয়ে একবার একটিপ্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন : "I am the humblest of the humble" অর্থাৎ আমি বিনয়ীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী বিনয়ী।" সত্যিই বিনয় ও নম্রতা তাঁর অস্তিত্বকে ঘিরে রয়েছে এবং তারই বিমুর্ত্ত ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ রয়েছে তাঁর সকল বক্তৃতা, উপদেশবাণী এবং ঘোষণাবলীর মধ্যে।

জামাতের সদস্যগণ তাঁকে পরম শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন এবং তিনি নিজেও খুবই ভক্তিভাজন এবং ভদ্র-প্রকৃতির অধিকারী। তিনি স্বয়ং ভদ্রতা ও সরলতার এক বিমূর্ত্ত প্রতীক। কেউ তাঁর সংগে সাক্ষাৎ করতে আসলে তিনি নিজের আসন ছেড়ে উঠে গিয়ে সসম্মানে তাকে অভ্যর্থনা জানান। প্রায়ই তিনি আবার উঠে গিয়ে

অতিথিকে বিদায় জানান, এমন কি তাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে যান।

কোন একজন ডিপ্লোম্যাটের সৌজন্যে তাঁর বাগানে একটি অনুষ্ঠান করা হয়েছিল। সেইসময় আমি হযরত সাহেবকে দেখতে-ছিলাম। তিনি একটি তাজা গোলাপ ফুল ছিঁড়ে অতিথির কোটের পকেটে লাগিয়ে

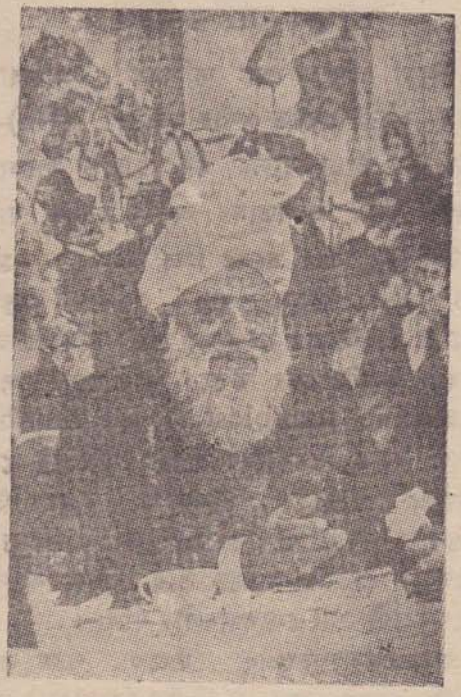

দিয়ে বল্লেন: আমরা খুবই সাদাসিধা লোক এবং আমরা ফর্মালিটিতে বিশ্বাস করিনা।

## সময়ানুবর্তিতা ও সময়ের মূল্যবোধ

হযরত সাহেব সভা-সম্মেলনের ক্ষেত্রে সময়ানুবর্তিতা মেনে চলেন এবং জামাতের সকল সদস্যের মধ্যে সময়ানুবর্তিতার আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করেন।

কোন এক সময় হযরত সাহেব রিফ্রেশার কোর্সের ছাত্রদের কাজ-কর্ম পরিদর্শন করার সময় একটি বিশৃংখলা-ভাবে ও অযত্নে রক্ষিত নোটবুক দেখে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে উহা ঠিকমত রাখা উচিৎ ছিল, কিন্তু সেভাবে রাখা হয় নাই কেন। ছাত্রটি জবাবে বলে-ছিল যে উক্ত নোটবুক কেবল মাত্র খসড়া হিসাবে লেখা হয়েছিল এবং পরে আর একটি ভাল নোটবুকে পূনরায় লেখার ইচ্ছা ছিল। একথা শুনে হযরত সাহেব পুরা ক্লাশকে সম্বোধন করে ছাত্রদিগকে সময়ের মূল্য সম্বন্ধে অতি সুন্দরভাবে বুঝালেন এবং বল্লেন যে তারা যেন কোন অবস্থাতেই কোন কাজের জন্য প্রয়োজনীয় সময়ের দ্বিগুন সময় ব্যয় না করে। আর তারা যদি সেরূপ করে তাহ'লে ইহার অর্থ এই দাঁড়াবে যে খোদা-প্রদত্ত জীব-নের অর্ধেক সময় তারা এভাবেই নষ্ট করে ফেলবে।

## কর্ম-তৎপরতা

খালীফাতুল মসীহ সালেস হযরত মির্যা নাসের আহমদ (আইঃ) অন্যদের উপর কোন কাজের ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকেন না, তিনি বিভিন্ন বিষয়ে যেমন পরিকল্পনা, প্রতিষ্ঠানিক কাজ-কর্ম, জামাতের প্রশিক্ষন এবং তরবীয়তী কাজ-কর্ম ব্যক্তিগতভাবে এবং বিশেষ আগ্রহসহ খোঁজ খবর রাখেন।

প্রায়ই তাঁকে শিশুদের প্রতিষ্ঠান আতফালুল আহমদীয়া, যুবকদের প্রতিষ্ঠান মজলীসে খোদ্দামুল আহমদীয়া, বয়স্ক এবং বৃদ্ধ সদস্যদের প্রতিষ্ঠান মজলীসে আনসারুল্লাহ, এবং মহিলাদের প্রতিষ্ঠান লাজনা ইমাউল্লাহ—এইসব তরবীয়তী প্রতিষ্ঠানের সভায় উপস্থিত হতে এবং সদস্যদের উদ্দেশ্যে উপদেশাত্মক বক্তৃতা দিতে দেখা যায়। জামেয়া আহমদীয়া ( Missionary Training College ) হতে পাশ করা ২০ জন ছাত্র নিয়ে হযরত সাহেব একটি রিফ্রেকশার কোর্স্ আরম্ভ করেন। এই কোর্সের অগ্রগতি সম্বন্ধে নিয়মিতভাবে তাঁর কাছে রিপোর্ট পেশ করা হতো। একদিন ভোরবেলা হযরত সাহেব ক্লাশ-রুমে উপস্থিত হলেন, ছাত্রদের সঙ্গে বসলেন, ছাত্রদের কাজকর্ম পরিদর্শন করলেন এবং স্বয়ং তাদেরকে নানা রকম উপদেশ দিলেন। এমন কি ছাত্রদেরকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য তিনি একটি চা-চক্রের আয়োজন করলেন, তাদের সঙ্গে মিশলেন এবং খোলাখুলিভাবে আলাপ আলোচনা করলেন।

### কর্ম-পদ্ধতি

যুদ্ধাবস্থার জন্য যখন সেবার বাৎসরীক জলসা অনুষ্ঠিত হতে পারে নাই তখন হযরত সাহেব দেশের বিভিন্ন জামাতে প্রতিনিধি পাঠিয়ে জামাতের খোঁজ-খবর নিয়েছেন। দূর-দূরান্তরের বিশেষতঃ মফস্বল জামাতের চাহিদা অনুযায়ী জামাতের কোন বুজুর্গকে পাঠানোর ব্যবস্থা হযরত সাহেব নিজেই করে থাকেন। শুধু দেশের মধ্যেই তাঁর দৃষ্টি সীমাবদ্ধ নয়। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান হতে নানা বিষয়ে অধ্যায়ন করার জন্য রাবোয়ার বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে অনেক ছাত্রের সমাগম হয়ে থাকে। তিনি ছাত্রদের সকলকেই নিজ সন্তানের মত ভালবাসেন এবং তাদের সমস্যাবলী সম্বন্ধে ব্যক্তিগতভাবে খেয়াল রাখেন। একজন আফ্রিকান মেয়ে নুসরত গার্লস কলেজে পড়তে এসেছিল। সে তার ভর্ত্তি সংক্রান্ত ব্যাপারে কিছু অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিল। এই অসুবিধার কথা সে আফ্রিকান ডিপ্লোম্যাটকে বলেছিল ( যখন তিনি রাবোয়া বেড়াতে এসেছিলেন )। ঐ ডিপ্লোম্যাট খলীফা সাহেবের সংগে সাক্ষাৎ করার সময় সাধারণভাবে মেয়েটির অসুবিধার কথা উল্লেখ করেন। ভদ্রলোক খুবই আশ্চার্য্যান্বিত এবং মুগ্ধ হন যখন তিনি জানতে পারলেন যে হযরত সাহেব মেয়েটির সমস্যাবলীর সবকিছুই জানেন এবং শুধু তাই নয় মানবীয় চেষ্টায় যা কিছু করা সম্ভব সব কিছুই তিনি করে যাচ্ছিলেন। ডিপ্লোম্যাট বল্লেন : "Your Holiness, one could not have expected that you would personally interst yourself in such trivial matters." একথার জবাবে হযরত সাহেব বল্লেন : They are my children. Their problems are my problems, not theirs. (অর্থাৎ তারা

আমার সন্তান, তাদের সমাস্যাগুলো আসলে আমারই সমস্যা, তাদের নয়)।

## প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও সৃষ্টি-জগতের প্রতি অনুরাগ

হযরত হাফেজ মীর্যা নাসের আহমদ (আইঃ) প্রকৃতি-জগতের তথা প্রাকৃতিক সৃষ্টি-রহস্য ও সৌন্দর্যের প্রতি খুবই অনুরক্ত। তাঁর কোন একটি বক্তৃতায় তিনি ঘোষনা করেন যে, যারা কোন একদিন প্রাতঃ-ভ্রমণের পর প্রাকৃতিক জগত সম্বন্ধে নিজ নিজ অভিজ্ঞতা এবং উপলব্ধি বর্ণনা করবে, তাদের মধ্যে যাদের বর্ণণা সর্বোত্তম হবে তাদেরকে পুরস্কার দেওয়া হবে। হযরত সাহেবের একটি সুন্দর নিজস্ব বাগান রয়েছে, হাঁসে ভরা একটি পুকুর, বেশ কিছু সংখ্যক ঘোড়া এবং অন্যান্য পোষা প্রাণী রয়েছে। তিনি মনে করেন যে, যে ব্যক্তি যতবেশী প্রাকৃতিক জগত সম্বন্ধে চিন্তা ভাবনা করে সে ততবেশী বিশ্বস্রষ্টার সৌন্দর্য, দয়া, প্রজ্ঞা ও মহানুভবতার কথা উপলব্ধি করতে পারে। কোন একটি রুহানী বক্তৃতায় হযরত সাহেব বলেন যে, কেউ যদি চিন্তা করে যে মানুষের খাওয়ার জন্য কত অগনিত মৌমাছি জীবন দিয়ে মধু তৈরী করছে, তাহলে সে এক বিন্দু মধু খাওয়ার জন্য হাজার বার আল্লাহ্‌তালার প্রশংসা পুন-পুন : উচ্চারণ না করে থাকতেই পারে না। (ক্রমশঃ)

# হজ্জের গুরুত্ব

## তাহার চেয়ে বড় জালেম কে আছে ?

"এবং আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সেই (কা বা) ঘরের হজ্জ করা লোকের প্রতি ফরয, অবশ্য যে লোক সে বিষয়ে ক্ষমতা রাখে, এবং যে উহা অস্বীকার করে, নিশ্চয়, আল্লাহ্‌ তাঁহার সৃষ্ট কোন জিনিসের প্রয়োজন রাখেন না। (সুরা আলেইমরান :৯৭ আয়াত)

"আর তাহার চেয়ে বড় জালেম কে আছে, যে আল্লাহ্‌র মসজিদে তাঁহার নাম লইতে বাধা দেয়, এবং উহাদের বিনাশের চেষ্টা করে? ভয়তুর অবস্থায় ছাড়া তাহাদের মসজিদে প্রবেশ করা উচিত ছিল না। তাহাদের জন্য ইহকালে আছে অপমান এবং পরকালে আছে মহাশাস্তি।" (সুরা বাকারাহ্‌ঃ ১১৪ আয়াত)।

বাংলাদেশ লাজনা এমাউল্লাহ্‌র

# বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বাংলদেশ লাজনা এমাউল্লাহ্‌র সকল সংগঠনের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, গত সালানা জলসায় বাংলাদেশ লাজনার মজলিসে শুরায় যেসব প্রস্তাব গ্রহন করা হয় এবং মোহ্‌তারমা জনাব আমীর সাহেব যেগুলি অনুমোদন করেন, তাহা নিম্নরূপ। সকল সংগঠনকে সঠিকভাবে এগুলি যথারীতি পালন করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

১। প্রত্যেক লাজনা এমউল্লা তাহাদের সদস্য চাঁদার ৩/১ অংশ রাখিয়া বাকি ৩/২ অংশ কেন্দ্রে পাঠাইবে।

২। লাজনা এমাউল্লা সংগঠনের তত্বাবধানে প্রতি লাজনা সংগঠনে নাসারাতে আহ্‌মদীয়াতের সংগঠন কায়েম করিতে হইবে।

৩। কাজের সুবিধার জন্য এবং নিয়মিত ধর্মীয় আলাপ আলোচনা ও সেলসেলার কাজ সুচারুরূপে পরিচালনার জন্য প্রত্যেক লাজনার আন্ততার ও তত্বাবধানে হাল্‌কা কায়েম করিতে হইবে।

৪। কোরআন শিক্ষার ব্যবস্থা কায়েম করিতে হইবে, যাহাতে শুদ্ধ ভাবে কোরআন পাঠ ও উহার অর্থ শিক্ষা করা যায়।

৫। প্রত্যেক লাজনায় নিজেদের উদ্দোগে বৎসরে একবার করিয়া ইজতেমা করিবে।

৬। বাংলাদেশের সকল লাজনার কাজে সহযোগীতা ও সুপরিচয়ের জন্য সুযোগ মত টর করা হইবে। এই টুরে খরচ বাংলাদেশ লাজনার কাণ্ড হইতে খরচ হইবে।

৭। প্রত্যেক লজনা সংগঠনের খেদমত খালকের চাঁদা তাহাদের নিজ নিজ কণ্ডে রাখিবে এবং প্রয়োজন মত খরচ করিয়া উহার হিসাব কেন্দ্রে পাঠাইযে।

মাকসুদা রহমান
সেক্রেটারী
বাংলাদেশ লাজনা অমাউল্লাহ্‌

# বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার কেন্দ্রীয় বার্ষিক ইজতেমা

বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার কেন্দ্রীয় বার্ষিক ইজতেমা ২৪, ২৫, ও ২৬শে অক্টোবর, ১৯৭৫ইং যথাক্রমে শুক্র, শনি ও রবিবার দারুত তবলীগ ৪নং বকশী বাজার রোড ঢাকায় অনুষ্ঠিত হইবে, ইনশাল্লাহ্‌। প্রত্যেক মজলিসের খোদ্দাম ও আতফাল ভাইদেরকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তাঁহায়া যেন উক্ত ইজতেমায় অংশগ্রহণ করিয়া অশেষ ফায়দা হাসেল করেন।

খাকসার,
মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক
মোতামাদ,
বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়া

# আহমদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ্ মওউদ ( আঃ ) তাঁহার "আইয়ামুস্ সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেন :

যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এব খাতামুল আম্বিয়া ( নবীগণের মোহর )। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেস্তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কোরআন শরীফে আল্লাহ্‌তায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত, তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বেঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন শুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কোরআন শরীফ ইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী আলাইহেমুস সালাম ) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোজা, হজ্জ ও যাকাত এবং তাহার সহিত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোট কথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অথবা সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহলে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কেয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিড়িয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম ?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"—

( অর্থাৎ—"সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ" )

( আইয়ামুস্ সুলেহ্ পৃঃ ৮৬-৮৭ )

Published & Printed by Md. F. K. Mollah at Ahmadiyya Art Press
for the proprietors, Bangladesh Anjuman-e-Ahmadiyya.
4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 283635
*Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar.*